# মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৮ জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশ

ভাষণ

## মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

## শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা, সোমবার, ১২ চৈত্র ১৪২৪, ২৬ মার্চ ২০১৮

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,
সম্মানিত মুক্তিযোদ্ধাবৃন্দ,
স্নেহের শিশু-কিশোর সোনামণিরা,
উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবস ২০১৮ উপলক্ষে আয়োজিত জাতীয় শিশু-কিশোর সমাবেশে উপস্থিত সবাইকে আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মার্চ আমাদের সংগ্রামের মাস, ইতিহাস-ঐতিহ্যের মাস। মার্চের এই দিনে আমি গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে।

শ্রদ্ধা জানাচ্ছি জাতীয় চার নেতার প্রতি। স্মরণ করছি-মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ এবং ২ লাখ নির্যাতিত মা-বোনকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি সকল বীর মুক্তিযোদ্ধাদের। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা ও শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারের সদস্যদের জানাচ্ছি মহান স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের শুভেচ্ছা।

৭১'র মহান মুক্তিযুদ্ধে রাজনৈতিক স্বাধীনতা এলেও জাতির পিতার অবর্তমানে অর্থনৈতিক মুক্তি আসেনি। জাতির পিতা মাত্র সাড়ে তিন বছরে একটি যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তুলে স্বল্পোন্নত দেশের পর্যায়ে রেখে যান। আজকে সেখান থেকে বাংলাদেশ উন্নয়শীল দেশে উন্নীত হয়েছে। তবে, যদি জাতির পিতা বেঁচে থাকতেন তাহলে স্বাধীনতার ১০ বছরের মধ্যেই বাংলাদেশ উন্নত দেশের পর্যায়ে চলে যেতে পারতো।

আপনারা জানেন গত ১৭ মার্চ ছিল জাতির পিতার ৯৮তম জন্মদিন। ঐদিন আমরা উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের এই সুসংবাদটি পাই।

জাতিসংঘের মানদন্ড অনুযায়ী একটি দেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় (জিএনআই) হবে ১,২৩০ ডলার অথবা আরো বেশি। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশের মাথাপিছু জাতীয় আয় দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৬১০ ডলার।

একটি দেশের মানবসম্পদ সূচক, হিউম্যান অ্যাসেটস ইনডেক্স (এইচএআই) অবশ্যই ৬৬ অথবা বেশি থাকতে হবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে আছে ৭২ দশমিক ৯। অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা, ইকোনমিক ভালনারেবিলিটি ইনডেক্স (ইভিআই) ৩২ অথবা নিচে থাকতে হবে। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সূচক ২৪ দশমিক ৮।

এই তিনটি মানদন্ডের মধ্যে দুটি পূরণ করলেই হয়, কিন্তু বাংলাদেশ হচ্ছে বিশ্বে প্রথম দেশ যে তিনটি মানদন্ডই পূরণ করেছে।

এতদিন অনেকেই আমাদের গরীব বলে উপহাস করত। এক সময় যারা বাংলাদেশকে 'তলাবিহীন ঝুড়ি' বলে কটাক্ষ করেছে, আজ তারাই আমাদের উন্নয়নের রোল মডেল বলছে। গরীব বলে কেউ আর আমাদের অবজ্ঞা করতে পারবে না।

অর্থনৈতিক মুক্তির কর্মসূচিকে এবার আন্দোলনে রূপ দিতে হবে। তবেই আমরা গড়ে তুলতে পারব ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত জাতির পিতার স্বপ্নের 'সোনার বাংলা'। আমরা স্বাধীনতার সুফল বাংলার প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দিতে চাই।

এই প্রসঙ্গে ১৯৭৪ সালের ১৫ ডিসেম্বর জাতির উদ্দেশ্যে দেওয়া বঙ্গবন্ধুর ভাষণের অংশ বিশেষ তুলে ধরছি। সেই ভাষণে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, **'' উনিশ'শ একাত্তর সালের ডিসেম্বর মাসের ১৬ তারিখে আমাদের রাজনৈতিক স্বাধীনতা সংগ্রামের সমাপ্তি এবং অর্থনৈতিক মুক্তিযুদ্ধের শুরু। এই যুদ্ধে এক মরণপণ সংগ্রাম আমরা শুরু করেছি। এই সংগ্রাম অনেক বেশী সময়সাপেক্ষ ও কষ্টসাধ্য। তবে আমরা যদি ঐক্যবদ্ধ থেকে কঠোর পরিশ্রম করি এবং সৎ পথে থাকি তবে, ইনশাল্লাহ জয় আমাদের অনিবার্য।''**

আমি লক্ষ্য করছি, দেশের অধিকাংশ সাধারণ মানুষ বর্তমান সরকারের অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলনে সক্রিয় হয়ে উঠছে। তবে ষড়যন্ত্রকারীরাও রয়েছে। তাদের থেকে সতর্ক থাকতে হবে।

আমার দলের নেতা-কর্মী, সমর্থক ও শুভাকাঙ্ক্ষী সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে অর্থনৈতিক মুক্তির আন্দোলনকে এগিয়ে নিতে হবে। আমাদের মনে রাখতে হবে, আওয়ামী লীগের নেতৃত্বেই দেশের স্বাধীনতা এসেছিল। আমাদের হাতেই অর্থনৈতিক মুক্তি আসবে।

**ছোট্ট সোনামণিরা,**

আমরা আজ স্বাধীন দেশে বাস করছি। তোমাদের হাতে যে লাল-সবুজের জাতীয় পতাকা শোভা পাচ্ছে, এর পিছনে রয়েছে অনেক ত্যাগের ইতিহাস। দেশপ্রেমের সে ইতিহাস তোমাদেরকেও জানতে হবে। জাতির পিতাই এক্ষেত্রে সবচে' বেশি ত্যাগ স্বীকার করেছিলেন।

আমাদের স্বাধীনতা একদিনে আসেনি। স্বাধীনতা সংগ্রামের সূচনা হয় ৫২'র ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। আর জাতির পিতার নেতৃত্বে এই ভাষা আন্দোলনের শুরু ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ। ৫৪'র নির্বাচন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলন, ৬৬'র ছয়-দফা, ১১-দফা, ৬৯'র গণঅভ্যুত্থান এবং ৭০'র নির্বাচনের পথ পেরিয়ে দেশবাসী সমবেত হয় ৭১'র ৭ মার্চের ঐতিহাসিক মহা-সমাবেশে। সেখানেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের মাধ্যমে জাতিকে মুক্তিযুদ্ধের চূড়ান্ত দিক-নির্দেশনা প্রদান করেন।

৭১'র ৭ মার্চ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের জনসমুদ্রে দাঁড়িয়ে জাতির পিতা ঘোষণা দেন ''এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম।''

যে ভাষণকে ইউনেস্কো আজ বিশ্ব ঐতিহ্যের অমূল্য দলিল হিসেবে তাদের মেমোরি অব ওয়ার্ল্ড রেজিষ্টারে অন্তর্ভুক্ত করেছে। এই অন্তর্ভুক্তিতে আজ সমগ্র দেশ ও জাতি গর্বিত। সমগ্র বিশ্বে এটি বাঙালি জাতির মর্যাদা বৃদ্ধি করেছে।

শুধু তাই নয়. ব্রিটিশ গবেষক, সাংবাদিক ও লেখক জ্যাকব এফ ফিল্ড আড়াই হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ ভাষণগুলোর মধ্যে মানুষকে মুক্তির মন্ত্রে উজ্জীবিত করার যে ৪১টি ভাষণ বেছে নেন তাঁর 'উই শ্যাল ফাইট অন দ্যা বিচেস, দ্যা স্পিচেস দ্যাট ইনস্পারড হিস্ট্রী' গ্রন্থে, সেখানেও জাতির পিতার ভাষণ স্থান পেয়েছে।

৭ মার্চ বঙ্গবন্ধুর আহ্বানে সাড়া দিয়ে সমগ্র জাতি মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি শুরু করে। বাঙালি জাতির মুক্তি আকাঙ্ক্ষাকে চিরতরে স্তব্ধ করে দিতে একাত্তরের ২৫শে মার্চের কালরাতে পাকিস্তানী বাহিনী নিরীহ ও নিরস্ত্র বাঙালির উপর অতর্কিত হত্যাযজ্ঞ শুরু করে।

পাকিস্থানী বাহিনী ও তাদের দোসরদের সেই নিষ্ঠুর হত্যাযজ্ঞকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের ব্যাপারে আমরা সর্বাত্মক উদ্যোগ গ্রহণ করেছি। কিন্তু পরাজিত শক্তিরা সে ব্যাপারেও ষড়যন্ত্রে লিপ্ত।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ২৬শে মার্চের প্রথম প্রহরে আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। যে ঘোষণা তৎকালিন ইপিআর'র (বর্তমান বিজিবি) ওয়্যারলেসের মাধ্যমে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়ে। নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের মাধ্যমে ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর বীর বাঙালি চূড়ান্ত বিজয় ছিনিয়ে আনে।

**সুধিমন্ডলী,**

১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তান কারাগার থেকে দেশে ফিরে সদ্য স্বাধীন হওয়া যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে গড়ে তোলার কাজে হাত দেন। তিনি বিশ্বাস করতেন লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা, সংস্কৃতি চর্চা, সামাজিক দায়িত্ববোধ-ইত্যাদির মাধ্যমে শিশুদের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষ সাধন করতে হবে।

জাতির পিতা ১৯৭৪ সালে শিশু আইন প্রণয়ন করেন। আমাদের সংবিধানে শিশুদের জন্য রাষ্ট্রকে বিশেষ বিধান প্রণয়নের বিষয়টি তিনি সংযোজন করেন। জাতির পিতা মুক্তিযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত নারীদের সন্তানদের লেখাপড়ার জন্য বৃত্তি প্রথা চালু করেন, যা এখন 'দুঃস্থ মহিলা ও শিশু কল্যাণ তহবিল' নামে পরিচালিত হচ্ছে। তিনিই ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং এসব বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের চাকরি জাতীয়করণ করেন। প্রাথমিক শিক্ষাকেও অবৈতনিক করেন।

স্বাধীনতার সাড়ে তিন বছরের মাথায় ৭৫'র ১৫ আগস্ট মুক্তিযুদ্ধের পরাজিত শক্তি বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করে। সেদিন অনেকের সঙ্গে আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, তিন ভাই ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, লেফট্যানেন্ট শেখ জামাল, ১০-বছরের ছোট শিশু শেখ রাসেলকেও হত্যা করে।

শিশুদের কল্যাণের লক্ষ্যে আমরা একটি যুগোপযোগী 'জাতীয় শিশুনীতি' প্রণয়ন করেছি। বছরের শুরুতে বিনামূল্যে রঙ্গিন পাঠ্যপুস্তক প্রদান করা হচ্ছে। প্রায় শতভাগ শিশু স্কুলে যাচ্ছে। শিশুর ঝরে পড়া রোধে বিদ্যালয়ে শিশুবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি, শিক্ষা উপবৃত্তি প্রদান ও মিড-ডে মিল চালু করা হয়েছে। আনন্দঘন শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করতে মাল্টিমিডিয়া ক্লাশরুম ও আইসিটি ল্যাব প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

আমরা শিশুদের জন্য জাতির পিতার জীবন ও কর্মভিত্তিক বই প্রকাশ এবং পাঠ্য বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের প্রকৃত ইতিহাস সংযোজন করেছি। শ্রমজীবী কিশোর-কিশোরী ও দরিদ্র পরিবারের শিশুদের জন্য শিশুবান্ধব শিক্ষা কেন্দ্র চালু করা হয়েছে।

আমরা প্রতিবন্ধী শিশুদের বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছি। অটিজম বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি এবং অটিস্টিক শিশুদের কল্যাণে নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। পথশিশু, ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োজিত শিশু, বিদ্যালয় থেকে ঝরে পড়া শিশু ও প্রতিবন্ধী শিশুদের কল্যাণে আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

শারীরিক ও মানসিক বিকাশের লক্ষ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য 'বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ' এবং 'বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ' ফুটবল টুর্নামেন্ট চালু করা হয়েছে।

**প্রিয় সোনামণিরা,**

জাতির পিতা শিশুদের খুব ভালবাসতেন। তিনি সহপাঠী ও বন্ধুদের খুব ভালবাসতেন। সহপাঠীদের কোন জিনিসের অভাব দেখলে নিজের জিনিস দিয়ে দিতেন। তিনি তোমাদের জন্য একটি স্বাধীন দেশ দিয়ে গেছেন। তোমরা জাতির পিতার সংগ্রামী জীবনের কথা, মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস, মুক্তিযোদ্ধাদের আত্মত্যাগের কথা জানবে।

দরিদ্র, অসহায় ও প্রতিবন্ধীদের পাশে দাঁড়াবে। স্বাধীনতাবিরোধী ও তাদের দোসররা যাতে দেশকে আর পিছিয়ে দিতে না পারে সে ব্যাপারে সজাগ থাকবে। জঙ্গিবাদ ও মাদককে ঘৃণা করবে।

আজ তোমরা শিশু-কিশোর, একদিন তোমরা অনেক বড় হবে। তোমরাই দেশকে আরও সামনের দিকে এগিয়ে নিবে। তোমাদের মধ্যে থেকেই কেউ ভবিষ্যতে রাষ্ট্রনায়ক, প্রশাসক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক হবে। তোমাদের প্রতিভা ও মেধা দিয়ে এই দেশকে সাজিয়ে তুলবে। আমাদের সরকার তোমাদের সুনাগরিক এবং দেশপ্রেমিক হয়ে বেড়ে উঠতে যা যা প্রয়োজন তার সবকিছুই নিশ্চিত করছে।

আমাদের লক্ষ্য-২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত করা এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশে পরিণত করা।

স্বাধীনতা দিবসের এই আনন্দঘন পরিবেশে সকলের প্রতি আমার আহ্বান, আসুন ঐক্যবদ্ধ হয়ে আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলি।

সকলকে আবারও স্বাধীনতা ও জাতীয় দিবসের শুভেচ্ছা।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...